ছোটদের গল্প

শিবনাথ শাস্ত্রী

দেহটি কুস্তির পালোয়ানের মতো, কিন্তু মাথাটি একটি ছোটো হুঁকোর খোল। বুদ্ধি-শুদ্ধি? কম কী! দুধ ট'কে গেলে দই হয়, অতএব গরুকে তেঁতুল খাওয়ালেই বা দুধ দুইলে দই বেরোবে না কেন!—এই আমাদের লক্ষ্মী-নারাণ। আর তার সঙ্গে যাদের বনে সব-চেয়ে ভালো, সেই ভীতুচক্রবর্তী বাঘ, বুদ্ধির পাহাড় হাতি গাধা মানেই যে গাধা নয়—সে-রকম এক গাধা। ভয়ঙ্কর ঈগল, রাগের রাজা বামুন, প্রভুভক্ত আহ্লাদী কুকুর। শাদা মন ও কালো মন—দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু। বঙ্গ সংস্কৃতির ইতিহাসে শিবনাথ শাস্ত্রীর ভূমিকা পণ্ডিতেরা আলোচনা করবেন, সেই ফাঁকে তাঁর লেখা এই বিরল গল্প ক'টি ছোট্টো পড়ুয়ারা এক নিঃশ্বাসে প'ড়ে ফেলবে। এই সব গল্প না পড়লে বোঝা যাবে না যে, শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো গুরু-হাতেও কত লঘু মেজাজের আশ্চর্য ভালো গল্প লেখা হয়েছিল। যাদের জন্যে লেখা, তারা পড়বে, হাসবে, নাচবে—সর্বোপরি ভালোবাসবে।

ছোটদের গল্প

নিউস্ক্রিপ্ট প্রকাশিত

ছোটদের গল্প

শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত

প্রথম সংস্করণ। অগ্রহায়ণ, ১৮৮২ শকাব্দ

প্রকাশক : অশোকানন্দ দাশ

নিউস্ক্রিপ্ট। ১৭২।৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৯ ও

এ-১৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২

মুদ্রক : শ্রীবাণেশ্বর মুখার্জী

কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। ২৫ ডি. এল. রায় স্ট্রীট, কলকাতা ৬

প্রচ্ছদপট : বিমল দাস

গল্পগুলির অলঙ্করণ : সুজাতা দাস ও প্রকাশ কর্মকার

ব্লক : রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট। ৭।১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা ৬

প্রচ্ছদপট মুদ্রক : দি নিউ প্রাইমা প্রেস। ১১ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা ১৩

বাঁধাই : ঈস্টএণ্ড ট্রেডার্স। ২০ কেশব সেন, স্ট্রীট, কলকাতা ৯

দাম বাঁধাই ১·৬০, কাগজে মলাট ১·২৫

নিবেদন

সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণ গল্প শুনতে ভালবাসে। তাদের কল্পনা কোনো লাগাম মানে না।

রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানব, পরী-ডাইনির গল্প শোনাবার জন্য আগেকার দিনে ঠাকুমা-ঠানদিরা ছিলেন। কিন্তু শিশুদের জন্য লিখিত কোনো সাহিত্য ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে এই অভাব দূর করেন যে সকল পথিকৃৎ তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একজন অগ্রণী।

৬০।৭০ বৎসর পূর্বে মুকুল পত্রিকার পাতায় যে গল্পগুলি সেদিনের বালক-বালিকাদের অপরিসীম আনন্দ ও আগ্রহের উদ্রেক করেছিল, আজও তাঁদের নাতি-নাতনীরা তার মধ্যে তেমনি মধুর রসের সন্ধান পাবে এই আশায় সেগুলিকে পুস্তকাকারে গ্রন্থিত করা হল।

অবন্তী ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

লক্ষ্মীনারাণ ৯
রাগের সাজা ১৯
আমেরিকার গল্প ২৭
পশুদের বুদ্ধি ৩১
জানোয়ারের গল্প ৩৬
অদ্ভুত ঘটনা ৪৫
ঈগলের সহিত যুদ্ধ ৪৮
শাদা মন কালো মন ৫৩
হাসির কথা ৬৫

লক্ষ্মীনারাণ

লক্ষ্মীনারাণ এক বামনের ছেলে। দেহটি কুস্তির পালোয়ানের মত, কিন্তু মাথাটি যেন একটি ছোট হুঁকার খোল। কাজেই লক্ষ্মীনারাণের বুদ্ধি-শুদ্ধি বড় কম। কিন্তু তার মা সে-কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, 'আমার লক্ষ্মীর পেটে-পেটে বুদ্ধি আছে, বয়স হলে ফুটবে।' কবে যে লক্ষ্মীর বয়স হবে তাহা তো বুঝিতে পারা যায় না; দেখিতে-দেখিতে বিশ-বাইশ বৎসর হইয়া গেল, তবুও লক্ষ্মীর বয়স হইল না; সে সংসারের কোনো কাজেই আসিল না। কাজের মধ্যে গরুর খড় কাটে ও প্রাতে গরুগুলিকে গোয়াল হইতে বাহির করিয়া নাড়িয়া বাঁধে। বলিতে কি লক্ষ্মীনারাণ ঐ গরুগুলিকেই অনেকটা আপনার মত দেখিতে পায়; এবং ঐ গরুগুলির সঙ্গেই তার যা বনে। নতুবা পাড়ার ছেলেদের জ্বালায় সে পাড়ায় বাহির হইতে পারে না। বাহির হইলেই যেমন কাকের পিছে ফিঙ্গে লাগে, তেমনি ছোঁড়ারা তার পিছে লাগে; এবং বিধিমতে তাহাকে জ্বালাতন করে। পিছন দিক দিয়া

আসিয়া তাহার কাছা খুলিয়া দেয়, তার হুঁকার খোলের মত মাথাটিতে ঠোকর মারে, তার দুই কাঁধে হাত দিয়া লাফাইয়া ঘোড়া-চড়ার মত তার পিঠে চড়িয়া বসে। কারণ লক্ষ্মীনারাণকে ক্ষেপাইতে সকলে ভালবাসে; সে ক্ষেপিলে খোনা নাকে, যে-সব গালাগালি দেয় ও তার আকৃতি-প্রকৃতি যেরূপ দাঁড়ায় তা দেখিলে হাসিয়া পেটের নাড়িতে ব্যথা হয়।

লক্ষ্মীনারাণ বোকা বলিয়া তার পিতা তাকে একেবারেই আমলে আনেন না। তাকে বাদ দিয়া সংসারের কাজ করেন; কোনো কাজের ভার তার উপর দেন না। এজন্য পতি-পত্নীতে বড় বিবাদ হয়। লক্ষ্মীর মা বলেন, 'এক-আধটু সংসারের ভার না দিলে ছেলেটা মানুষ হবে কি ক'রে? তোমরা ওকে চেন না, ও আমার মনে করলে দশ টাকা আনতে পারে।'

লক্ষ্মীর পিতা বলেন, 'হ্যাঁ যা নয় তাই, ওকে আবার কাজের ভার দেব? ওটা কি মানুষ?'

লক্ষ্মী যখন এই সকল কথা শোনে, তখন মায়ের বাক্যে সায় দিয়া মনে-মনে ভাবে, আমি কি না করতে পারি। লক্ষ্মী কিন্তু সংসারের একটা কাজ করে, গরু দুহিয়া থাকে।

যেমন কাকের পিছে ফিঙ্গে লাগে, তেমনি ছোঁড়ারা তার পিছে লাগে...

একবার বাড়ীতে একটা কাজ উপস্থিত। দশ জন লোক খাবে। সকাল-সকাল প্রথম বাজারে যাইতে পারিলে ভাল জিনিস পাওয়া যায়। লক্ষ্মীর পিতা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন কাহাকে বাজারে পাঠান। তিনি নিজে নানা কাজে পড়িয়া যাইতে পারিতেছেন না। লক্ষ্মীর মা বার বার বলিতেছে, 'একটু বেলা হলে না হয় তুমি যেও, এখন না হয় লক্ষ্মীকে পাঠাও না কেন?'

কর্তা মহাশয় দুই-চারিবার বলিলেন, 'হ্যাঁ লক্ষ্মী যাবে, ও গিয়ে করবে কি?' কিন্তু শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া লক্ষ্মীকে ডাকিলেন, 'লকে, লকে এদিকে আয়; এই একটা টাকা নিয়ে বাজারে যা; আট আনার মাছ কিনে কারু হাতে পাঠিয়ে দিস; তারপর প্রথম হাটে ভাল তরি-তরকারি যা পাবি কিনে আনিস।'

আজ লক্ষ্মীনারাণকে দেখে কে? টাকাটি ট্যাঁকে গুঁজিয়া, দুই হাত দুলাইয়া গরবে-গরবে পা ফেলিয়া বাজারের দিকে চলিল। পথে যদি বালকেরা ডাকে, 'কিরে লকে কোথায় যাচ্ছিস?' উত্তরই দেয় না, ফিরেও তাকায় না, যদি কেহ ভদ্রভাবে বলে, 'কি ভাই লক্ষ্মীনারায়ণ কোথায় যাচ্ছ?' তবে উত্তর দেয় 'বাঁজারে যাঁচ্ছি, মাঁছ কিনতেঁ।' ঘটনাক্রমে লক্ষ্মীনারাণ যেই বাজারে উপস্থিত

অমনি এক মেছুনি এক চুপড়ি কৈ মাছ আনিয়া নামাইল। খুব বড়-বড় কৈ দেখিয়া লক্ষ্মীর জিভে জল আসিল। এ-কথা না বলিলেও সকলের বোঝা উচিত যে লক্ষ্মীনারায়ণ আর কিছু না পারুক, খাইতে বেশ পারিত এবং দেখিয়াছে মা তাহাকে বড়-বড় কৈ মাছের ঝোল করিয়া খাওয়াইতে ভাল-বাসেন। সুতরাং কৈ দেখিয়াই লক্ষ্মীর মনে হইল কৈ মাছ কিনিতে হবে। লক্ষ্মী জেলের মেয়েকে বলিল, 'আঁট আঁনার কৈ দাঁও', এই বলিয়া টাকাটি তাহাকে দিল। মেছুনি যাহা দিল তাহা লইয়াই লক্ষ্মী চলিয়া যায় আট আনা যে ফিরিয়া লইতে হইবে সেদিকে খেয়াল নাই! জেলের মেয়ে নিজের গরজে ডাকিয়া ভাঙানি পয়সা ফিরাইয়া দিল। তখন লক্ষ্মী বলিল, 'তাঁই তো তরি-তঁরকারি কিনিতে হঁবে।' এখন মাছগুলি বাড়ীতে পাঠাইতে হইবে। কাকে দিয়ে পাঠাবে? লক্ষ্মী চেষ্টা করিলে বাজারের চেনা চাষা লোক ঢের পাইত যাহাদের কাহাকেও দুইটা পয়সা দিলে বাড়িতে পৌঁছাইয়া আসিতে পারিত। লক্ষ্মী যখন কোনো কর্তব্য নির্ধারণ করিতে বসিত, তখন যদি কোনো একটি বিষয় স্মরণ হইত, তাহা হইলেই অনেক সময় বিপদ ঘটিত। তখনি একটা নূতন আজগুবি বুদ্ধি যোগাইত, এবং সে তৎক্ষণাৎ কাজে তাহা না করিয়া থাকিতে পারিত না। তার এই উদ্ভাবনী

শক্তিতে সময়ে-সময়ে মুশকিল বাঁধাইত। তাহার প্রমাণ এখনি পাইবে। সে দেখিল মাছগুলি জীয়ন্ত আছে। অমনি স্মরণ হইল যে উজুইয়ের কৈ কানে হাঁটিয়া জল হইতে ডাঙায় উঠে। সেই কথা স্মরণ হইয়া হঠাৎ এক নূতন বুদ্ধি তাহার মনে যোগাইল। তাদের বাড়ি হইতে বাজার পর্যন্ত একটি খালের মত ছিল। সে ভাবিল মাছগুলি খালে দিলে তো আমাদের ঘাটে উঠিতে পারে। অমনি সে খালের জলে মাছগুলি ছাড়িয়া দিয়া বলিল, 'সোঁজা আঁমাদের ঘাঁটে গিঁয়ে উঠবি।'

মাছ তো পাঠানো হইল। তারপর লক্ষ্মী বাজারে প্রবেশ করিল। যেই প্রবেশ করা অমনি দেখিল, এক কুম্ভকার এক বাজরা কলিকা নামাইতেছে। স্মরণ হইল যে গৃহে ক্রিয়াকর্ম হইলে হুঁকা প্রভৃতি কেনা হয়। পিতা তরি-তরকারী কিনিতে বলিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারাণের শাস্ত্রে কলিকাগুলিও তরি-তরকারির মধ্যে, সুতরাং তৎক্ষণাৎ আট আনা দিয়া এক বোঝা কলিকা কিনিয়া লোকের মাথায় দিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। আজ সে পিতাকে পরাস্ত করিবে। দেখাইবে সে কেমন কাজের ছেলে, তাই আবেগে চলিয়াছে। পথে যদি কেহ ডাকে বা দাঁড়াইতে বলে, দাঁড়ায় না, বলে, আঁমি বাঁজার কঁরে যাঁচ্ছি, ঘঁরে কাঁজ আছে।'

বাড়িতে পৌঁছিয়া তার কি দশা হইল, সকলেই বুঝিতে পার। ঘরের কাজ-কর্ম কোথায় রহিল। পতি-পত্নীতে ঘোর বিবাদ বাঁধিয়া গেল।

ইহার পরে লক্ষ্মীনারাণের পিতা আর তাকে কোনো কাজ-কর্মের ভার দিতেন না। আবার বহুদিন কাটিয়া গেল, আবার একবার গৃহে কাজ-কর্ম উপস্থিত। অনেকগুলি লোক খাওয়ানো হইবে। তৎপূর্বদিন গোয়ালাকে আট আনা বায়না পাঠাইয়া আধ মণ দই পাঠাইবার জন্য বলিতে হইবে। পিতা ভাবিলেন এত বাজার করা নয়, কেবল গোয়ালার বাড়িতে গিয়া আট আনা পয়সা দিয়া আসা বৈ তো নয়, তা কি আর লক্ষ্মীনারায়ণ পারিবে না? ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি লক্ষ্মীনারাণকে ডাকিয়া বলিলেন, 'লকে! এদিকে আয় তো এই আট আনার পয়সা অমুক গোয়ালাকে দিয়ে ব'লে আয় কাল প্রাতে আধ মণ দই দিতে হবে।'

আবার লক্ষ্মীনারাণের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে আট আনা পয়সা পকেটে গুঁজিয়া বাহির হইল। পথে যাইতে-যাইতে দেখিতে পাইল যে রাজাদের একটা হাতি আসিতেছে। হাতি দেখিয়া লক্ষ্মীনারাণের হাতি চড়িতে বড় সাধ হইল। মাহুতকে বলিল, 'মাঁহুত হাতি চঁড়াবি।'

মাহুত দেখিল বোকা বামনের ছেলে, জিজ্ঞাসা করিল, 'কি দিবে ?'

লক্ষ্মীনারাণ বলিল, 'আঁট আঁনা দিঁব।' মাহুত ভাবিল বেশ তো উপরি লাভ জুটিল। সে তৎক্ষণাৎ হাতি বসাইয়া লক্ষ্মীনারাণকে উপরে তুলিয়া লইল। হাতি যখন চলিতে আরম্ভ করিল তখন যদি লক্ষ্মীনারাণের ভাব কেহ দেখিত তখন নিশ্চয় হাসিয়া পাগল হইত। রাজপুত্রই বা কোথায় ? এমনই গৌরবে বসিয়াছে। পথে বালকদের কোলাহল, 'ওরে ভাই লকে হাতির উপর চলেছে। ওরে লকে হাতির উপর কি ক'রে চড়লি ?' লক্ষ্মীনারাণ কাহারও কথা শুনিতেছে না কোনো দিকে দেখিতেছে না। কেবল আপনাকে রাজপুত্র ভাবিতেছে। তার ছোট মাথাটি একেবারে ঘুরিয়া গিয়াছে।

মাহুত কিয়দ্দূর গিয়া লক্ষ্মীনারাণকে নামাইয়া দিল। তখন দৈ-এর বায়নার কথা লক্ষ্মীনারায়ণের মনে হইল। অগ্রেই বলিয়াছি তার উদ্ভাবনী শক্তি আশ্চর্য, একটু ভাবিয়াই এমন একটা কৌশল বাহির করিল, যাহা শুনিলে, তোমরা তাহার বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। সে অনেকবার দেখিয়াছিল যে মা দুধে তেঁতুল দিয়া ঘরে দৈ পাতেন। সেই কথাটা স্মরণ করিয়া মনে-মনে

একটি উপায় স্থির করিয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। সন্ধ্যার পর ভাঁড়ার হইতে তেঁতুল লইয়া গোয়ালে প্রবেশ করিয়া সমুদয় গরুকে তেঁতুল খাওয়াইয়া দিল।

রাত্রে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওরে লকে গোয়ালার বায়না দিয়েচিস তো?' লক্ষ্মী উত্তর দিল, 'হঁবে হঁবে, ভঁয় পাঁও কেন? ঠিক সময়ে পেলেই তো হঁল।' পরদিন প্রাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ জমিতে লাগিলেন। বাজার হইতে সন্দেশ প্রভৃতি আসিল, দৈ আর আসে না। পিতা ব্যস্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। 'ওরে লকে দই কৈ? বায়না দিয়েছিস তো?' শেষে লক্ষ্মীনারায়ণ বিরক্ত হইয়া জননীকে বলিল, 'আঁ তোঁমরা জ্বালাতন করে তুললে। ভাঁড়টা দাঁও তোঁ দৈঁ দুয়ে আনি।' শুনিয়াই তো জননী অবাক। বলিল 'দৈ দুয়ে আনবি কিরে?' লক্ষ্মী উত্তরে বলিল, 'ওঁগো কাঁল রাত্রে সঁব গঁরুকে তেঁতুল খাঁইয়ে রেখেছি।'

বুঝিতেই পার ব্যাপারটা কি দাঁড়াইল! গৃহকর্তা পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। দাঁতে দাঁত ঘষিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীনারাণকে ও তাহার মাতাকে ভৎ'সনা করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, 'ওরে হতভাগা, ওরে লক্ষ্মীছাড়া আট আনা পয়সা যে দিলাম তার কি করলি?'

এত গালাগালিতে লক্ষ্মীনারাণের বড়ই ক্রোধের উদয় হইয়াছে। সে এক-একবার হাতি চড়িবার বিষয় স্মরণ করিতেছে অমনি রাজপুত্রের ভাবটা মনে আসিয়া পড়িতেছে। শেষে সে আর গালাগালি সহ্য করিতে না পারিয়া গম্ভীরভাবে গৃহের বাহির হইয়া পিতাকে বলিল, 'যাঁ কঁরেছি তাঁ তোঁমার জঁন্মেও কঁরো নি।'

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি, করেছিস কি ?'

উত্তরে লক্ষ্মী বলিল, 'তোঁমার চোঁদ্দ গঁণ্ডা পুরুষেও তাঁ কঁরে নি।'

পিতা তবু বলিলেন, 'ওরে হতভাগা কি করেছিস বল না ? লক্ষ্মী বলিল 'যাঁও যাঁও মুখ খাঁরাপ কঁরো না বঁলছি রাজপুত্রে যাঁ কঁরে তাঁ কঁরেছি।'

পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রাজপুত্রের কাজটা করলি ?'

উত্তরে লক্ষ্মীনারাণ বলিল 'আমি হাতি চঁড়েছি।' এই বলিয়া রাজপুত্রের মত গরবে-গরবে পা ফেলিয়া ঘরের ভিতর গেল।

রাগের সাজা

রাগ করিয়া দুই এক বেলা মা বাপের ভাত বাঁচাইয়া দেয় নাই, এমন ছেলে অতি কম দেখিতে পাওয়া যায়। বালকদের নিকট রাগের বড় আদর, কথায়-কথায় রাগ। কথায়-কথায় রাগ, ছুতায়-নাতায় রাগ। তোমাদিগকে যে বালকটির কথা বলিতেছি, তাহার নাম বিপিন। বিপিন সর্বদাই রাগের উপর থাকে। এমন সৃষ্টিছাড়া রাগ কখনো দেখি নাই। সৃষ্টিছাড়া কেন বলিলাম শুনিবে? বিপিনের গা গরম সত্ত্বেও যদি কেহ ভালবাসার সহিত বলিল, 'তোমার গাটি কিছু গরম।'

বিপিন অমনি রাগিয়া বলিল, 'থাক আমার গা গরম তোমাকে আমার গায়ের ধারে আসিতে কে বলিল? সরিয়া যাও।' নিরীহ বালকটি অপ্রস্তুত হইয়া সরিয়া দাঁড়ায়।

বিপিন লিখিতে বসিয়াছে, দোয়াতে কালি কিছু কম, কলমে বেশি উঠিতেছে না, বিপিন রাগ করিয়া দোয়াতের উপর ঠক-ঠক করিয়া দু'চারিটি ঘা দিয়া কলম বেচারির মুখ ছেঁচিয়া দিল। পড়িবার সময় বইয়ের পাতা সহজে

উল্টাইতে পারিল না। এমন জোরে টান দিল, যে দুর্বল পুস্তক সে দর্প সহিতে পারিল না, ছিঁড়িয়া গেল।

একদিনকার একটি ঘটনার কথা বলিতেছি। বিপিন সেদিন তরকারি মনের মত হয় নাই বলিয়া ভাতের উপর রাগিল। বিপিন রাগিলে অন্ধ হয়, চোখ দু'টি যেন জবা ফুলের মত লাল হয়। মুখের উপর লালবর্ণ শিরাগুলি খাঁড়া হইয়া উঠে, শরীর কাঁপিতে থাকে, ঘন নিঃশ্বাস বয়, তখন আর বিপিনকে চেনা যায় না। সে কিম্ভূতকিমাকার ভাব ধারণ করে। বোধ হয় সে সময় বিপিনের মুখের সামনে একখানা আয়না ধরিলে সে মূর্তি দেখিয়া বিপিন নিজেই ভয় পায়। রাগের সময় তাহার দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। কি করিবে, কাহার উপর রাগিবে তাহার ঠিকানা করিতে পারে না। বিপিন ভাত রাখিয়া উঠিল, তাহার মা কত অনুনয়-বিনয় করিলেন, কিছুতেই রাগ পড়িল না। তাহার খুড়ো তাহাকে কোলে করিয়া ভাতের ধারে বসাইলেন, কত খোশামোদ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, 'বাবা, তরকারি খারাপ হইয়াছে, তুমি তরকারি খাইও না, দুধ দিয়া খাও, দুধের উপর রাগ কেন?' তোমার মা একলা মানুষ, অত রাগ করিলে কি চলে?'

কিন্তু ভস্মে ঘি ঢালিয়া লাভ কি? মরুভূমিতে জল

এ-গাছতলায় ও-গাছতলায়, সমস্ত দিন কাটাইল।

দাঁড়াবে কেন ? এত সাধ্য-সাধনাতেও কোনো ফল হইল না ! সে রাগ কিছুতেই পড়িল না। তখন খুড়া মহাশয় কিছু গরম হইয়া বলিলেন, বিপিন নিজে চেয়ে না খেলে তাকে যেন আজ ডেকে ভাত দেওয়া না হয়।'

বিপিন রাগের ভরে গোঁ-গোঁ করিতে-করিতে ঘর কাঁপাইয়া বাহিরে গেল। পথে-পথে বাগানে-বাগানে এ-গাছতলায় ও-গাছতলায়, সমস্ত দিন কাটাইল। রোদের রাগের সঙ্গে-সঙ্গে বিপিনের রাগও পড়িয়া আসিল। ক্ষুধায় শরীর আনচান করিতে লাগিল। কি করে ? আজ তাহাকে কেহ ডাকে না বড়ই দায় হইল। বিপিন মনে করিতে লাগিল কাকের মুখে সম্বাদটি পাইলে সোনামুখে ভাত কয়েকটি খাইতাম। ক্ষুধার ঘোরে বিপিন চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল, সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। পূর্বেও বিপিনের শরীর একবার কাঁপিয়াছে, এ কিন্তু সে কাঁপা নয়। বিপিন এখন আর তাড়াতাড়ি হাঁটিতে পারে না হাঁটুতে-হাঁটুতে লাগে, আর সে লাফ-ঝাঁপ নাই। এখন বিপিন বেশ বুঝিল ঃ

ভাতের বড় জ্বালা,
দুই হাঁটু ঠক-ঠক করে
কানে লাগে তালা।

সন্ধ্যা হইল, বিপিন আস্তে আস্তে ঘরের কাছে গিয়ে গলা

খাঁকরাইতে লাগিল, যদি কেহ একবার ডাকে। বিপিনের সাড়া পাইয়া খুড়া মহাশয় ঘরে থাকিয়া টিটকারি দিয়া বলিলেন, 'চল, আমরা আহার করি, বিপিন এখনো তো এল না। তার ভাত তরকারি ঢাকা থাকুক, কাল খাবে। না খেয়ে যাবে কোথায়? কয় দিন না খেয়ে থাকে তাই দেখি।'

বিপিনের রাগও হয়, পেটের দায়ে কিছু বলিতেও পারে না, কাজেই নীরবে সব সহ্য করিল এবং একটা কিছু তাড়াইবার ছল করিয়া, দূর দূর করিয়া নিজের আগমন পরিচয় জানাইল। এখন আর বিপিন বাড়ি হইতে দূরে নহে, ঘরের কানাচে। সকলেই ঘরে বসিয়া বিপিনের দূর-দূর শব্দ শুনিতে পাইলেন। তখন মাতা ডাকিয়া তাহাকে খাইতে বলিলেন। বিপিন তরকারি মনের মত হয় নাই বলিয়া উঠিয়া গিয়াছিল। এখন সেই তরকারি ও কড়কড়ে ভাত ম্যাক-ম্যাক্ করিয়া খাইতে লাগিল।

কেমন্ সাজা!

দুই

আর এক রাগী ব্রাহ্মণের রাগের সাজার কথা শুন। ব্রাহ্মণ বড় দরিদ্র, শীতে বড় কষ্ট পান। একখানা ছেঁড়া

লুই কত বৎসর হইল কে দিয়াছিল, ছিঁড়িয়া ঝিরঝির করিতেছে, তাই গায়ে দিয়া কোনোরূপে শীত নিবারণ করেন। একবার শীতকালে কলেরা হইল, শহরের একজন হঠাৎ-বাবু ব্রাহ্মণদিগকে কম্বল বিতরণ করিবেন। রাগী ব্রাহ্মণ শুনিবামাত্র বাবুর দরজাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অনেক ঠেলাঠেলি ও অনেক রাগারাগির পর বাড়িতে প্রবেশ করিলেন ও একখানি সুন্দর লাল কম্বল পাইলেন। কম্বলখানি পাইয়াই ছেঁড়া লুইখানি ফেলিয়া দিলেন। বাড়িতে গিয়া লুইখানি ত্যাগ করেন, সে দেরি আর সহিল না। যাহা হউক নূতন কম্বলখানি গায়ে দিয়া ব্রাহ্মণ হৃষ্টচিত্তে কুটুমবাড়ি চলিলেন। মনের কথা এই সকলকে কম্বলখানি দেখাইয়া যাইবেন। কিন্তু তোমরা সকলেই জান, নূতন কোর দেওয়া কাপড় বা কম্বল পরিতে গেলে খড়মড় করে, বাগ মানে না, ভাল করিয়া পরা যায় না। ব্রাহ্মণ বড় মুশকিলে পড়িলেন। যতবার কম্বলখানি বাড়াইয়া গায়ে দেন, ততবারই খড়মড় করিয়া খসিয়া পড়ে, ব্রাহ্মণ আবার গুটাইয়া গায়ে দেন। আবার খড়মড় করিয়া খসিয়া পড়ে। এইরূপ করিতে-করিতে ব্রাহ্মণের রাগ বাড়িতে লাগিল। অবশেষে এক পুকুরের ধার দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় কম্বলখানি খড়মড় করিয়া একেবারে

মাটিতে পড়িয়া গেল। সেবারে ব্রাহ্মণ আর রাগ সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। কম্বলখানি কুড়াইয়া তাল পাকাইয়া, 'দূর হোক, আপদ যাক' বলিয়া পুকুরের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। কিছুদূর গিয়া রাগটা পড়িয়া গেল। আবার কম্বলখানি লইবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন, কম্বলখানি ডুবিয়া গিয়াছে।

কেমন সাজা!

তিন

আর এক রাগী লোকের সাজার কথা শুন। একদিন গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার পর বাতাস উঠিয়াছে। সেই সময় সেই রাগী মানুষটি একটি প্রদীপ লইয়া এক ঘর হইতে আর-এক ঘরে যাইতেছেন। প্রদীপটি লইয়া যেই উঠানে পা বাড়াইয়াছেন অমনি প্রদীপটি ফুস করিয়া নিবিয়া গেল। তিনি ঘরের মধ্যে গিয়া আবার প্রদীপটি জ্বালিলেন। জ্বালিয়া হাত দিয়া প্রদীপটি আবরণ করিয়া চলিলেন। এবারেও উঠানে পা দিবামাত্র ফুস করিয়া প্রদীপ নিবিয়া গেল। সেবারে মনে একটু রাগ হইল। আবার ঘরের

মধ্যে গিয়া প্রদীপটি জ্বালিলেন ও বাম হস্তে কাপড়ের একটি পরদা করিয়া প্রদীপটি আবরণ করিয়া লইয়া চলিলেন। কিন্তু এবারেও বাতাস আসিয়া প্রদীপটি নিবাইয়া দিল। তখন ভদ্রলোকটি ভয়ানক রাগিয়া গেলেন। ঘরের মধ্যে গিয়া প্রদীপটি একবার জ্বালেন, আবার ফুঁ দিয়া নিবাইয়া দেন। বলেন, 'নেব, নেব, হতভাগা প্রদীপ, যত পারিস নেব।'

এইরূপে সাতবার কি আটবার জ্বালিয়া নিবাইয়াও তাঁর মনঃপূত হইল না। অবশেষে প্রদীপটি মাটিতে রাখিয়া জুতা মারিয়া গুঁড়াইয়া দিলেন। যখন রাগ পড়িল তখন দেখিলেন উহাতে আর কাজ চলিবে না। তখন সেই রাত্রে আবার প্রদীপ কিনিবার জন্য বাজারে যাইতে হইল।

কেমন সাজা! তোমরা বল দেখি, কার সাজাটি সর্বাপেক্ষা বেশি?

আমেরিকার গল্প

আমেরিকা দেশের একটি গল্প বলিতেছি। সে দেশে রকি পর্বত নামে একটা পর্বত আছে। একবার শীতকালে সেই পাহাড়ের উপর দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া একজন লোক যাইতেছিলেন। ভয়ানক শীত পড়িয়াছে, চারিদিকে বরফ পড়িতেছে, পথ-ঘাট যেন তুলায় ঢাকা হইয়া গিয়াছে। চারিদিক সাদা চক্‌চক্ করিতেছে। এমন সময় জঙ্গলের ভিতর দিয়া সেই ভদ্রলোকটি অশ্বারোহণে একলা যাইতেছেন। অনেক ক্রোশের মধ্যে জনপ্রাণীর সহিত দেখা হইল না। সে-স্থান এমনি নির্জন ও এমনি আকাট জঙ্গল। শেষে দেখিলেন, একজন লোক গাড়িতে মাল লইয়া আসিতেছে। সে ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, 'মহাশয়, সাবধানে যাইবেন, পথে একটি ক্ষেপা কুকুর আছে, আমার ঘোড়ার পায়ে কামড়াইয়াছে।' ঐ কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটি সাবধানে চলিলেন। ক্রমে একটি জঙ্গলে আসিয়া দেখেন, একটি কুকুর দৌড়িয়া আসিল ও তাঁহার দিকে ফিরিয়া কতই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তুহিনরাশির উপর

পদচিহ্ন দেখিয়া ভদ্রলোক বুঝিতে পারিলেন যে, কুকুরটি চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিয়াছে। দেখিয়া তিনি ভাবিলেন কুকুরটি বুঝি সত্য-সত্যই ক্ষেপা হইবে। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া ক্ষেপা বোধ হইল না। এইরূপ ভাবিতে-ভাবিতে সে-ব্যক্তি যেমন অগ্রসর হইয়া যাইবেন, অমনি কুকুরটি তাঁহার ঘোড়ার পায়ে কামড়াইতে লাগিল, কোনো মতেই তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দিবে না তখন ভদ্রলোকটি ভাবিলেন, এ ত ক্ষেপা নয়, যখন দাঁড়াইয়াছিলাম, তখন আনন্দ প্রকাশ করিল, যখন চলিতে লাগিলাম তখনই কামড়াইল। তবে বুঝি এ আমাকে থামিতে বলিতেছে। এই ভাবিয়া তিনি ঘোড়া থামাইলেন। অমনি কুকুর আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন তিনি ঘোড়া হইতে নামিলেন। নামিবামাত্র কুকুর আনন্দধ্বনি করিয়া এক বনের দিকে দৌড়িয়া গেল। কিছুদূর যায়, আবার দাঁড়াইয়া পশ্চাৎ দিকে চায়। পথিক ভাবিলেন, আমাকে বুঝি সঙ্গে যাইতে বলিতেছে। সঙ্গে-সঙ্গে বনের ভিতর গেলেন, গিয়া দেখেন, কিছু খাবার জিনিস পড়িয়া রহিয়াছে ও কাছে একটা আগুন নির্বাণ-প্রায় মৃদু-মৃদু জ্বলিতেছে এবং কিয়ৎদূরে বনের আড়ালে একজন মানুষ অচেতন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি দেখিয়াই বুঝিলেন, পথিক রাত্রে পথ

তিনি ঘোড়া থামাইলেন। অমনি কুকুর
আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

হারাইয়া এইখানে আসিয়া পড়িয়াছে, কুকুরটি তাহারই। সেই ব্যক্তিই শীতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য আগুন জ্বালাইয়াছিল, শেষে ক্ষুধায় ও শীতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। ভদ্রলোকটি আগুন ভাল করিয়া জ্বালিয়া এই ব্যক্তিকে উত্তমরূপে সেঁকিলেন ও অতি কষ্টে তাহার চেতনা করিলেন। শেষে অনেকক্ষণ পরে তাহার শক্তি আসিলে তাহাকে নিজ ঘোড়ার উপর তুলিয়া ধীরে-ধীরে একটি গ্রামে লইয়া গেলেন। কুকুরটি সঙ্গে-সঙ্গে চলিল, তাহার আনন্দের সীমা নাই। সেই গ্রামে একজন কৃষকের বাড়ীতে রাখিয়া তাহার শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া পথিক চলিয়া গেলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যাইবার সময় কুকুরটির গায়ে হাত বুলাইয়া বিদায় লইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কুকুর কোনো ভাবই প্রকাশ করিল না। যেন বলিল, আর তোমাকে আমার কাজ নাই।

পশুদের বুদ্ধি

সময়ে সময়ে এক-একটি জানোয়ার আশ্চর্য বুদ্ধির কাজ করে। তোমরা হাতি ঘোড়া ও কুকুরের আশ্চর্য বুদ্ধির অনেক-অনেক গল্প শুনিয়া থাকিবে। একবার আফ্রিকাবাসী একজন ইংরাজ ভদ্রলোক কিছুদিনের জন্য স্বদেশে যাইবার মানস করিয়া তাঁহার এক বন্ধুর স্ত্রীর কাছে নিজের হাতিটা লইয়া গেলেন। তোমরা বোধ হয় জান না যে, হাতির মাহুতরা অনেক সময় হাতির খাইবার দানা চুরি করিয়া বেচে। এমন কি তারা এমনি করিয়া হাতিকে শিখায় যে হাতি নিজে আহার করিবার সময় মাহুতের জন্য দানা চুরি করিয়া রাখে। যাহা হউক, সাহেব চলিয়া যাইবার পর কিছুদিন পরে তাঁহার বন্ধু যেন দেখিলেন যে হাতিটা রোগা হইয়া যাইতেছে। তাহার মনে হইল, নিশ্চয় মাহুত দানা চুরি করে। একদিন হাতিকে দানা খাওয়াইবার সময় মেম সেখানে আসিলেন ও হাতি রোগা হইয়া যাইতেছে বলিয়া মাহুতকে অনেক তিরস্কার করিতে লাগিলেন। মাহুত বলিতে লাগিল, 'না, মেম, আমি কি উহার দানা চুরি

হাতি শুঁড় দিয়া···তার গায়ের কম্বল কাড়িয়া লইল।···

করিতে পারি, ও আমার বেটি হয়—' এই বলিয়া হাতিকে আদর করিতে গেল। হাতি শুঁড় দিয়া ফস্ করিয়া তার গায়ের কম্বলখানা কাড়িয়া লইল, অমনি মেম দেখিতে পাইলেন যে, মাহুতের বগলে চুরি করা দানার পুঁটলি রহিয়াছে। বল দেখি, হাতিটা কেমন শেয়ানা! কেমন চোর ধরিয়া দিল!

কুকুরের আশ্চর্য বুদ্ধির অনেক গল্প শোনা গিয়াছে। একটা বিলাতী কুকুরের গায়ে অনেক লোম ছিল। সেই লোমে পিশু পোকার মত অনেক পোকা হইয়াছিল। সেই পোকা যখন কামড়াইত, কুকুরটি অস্থির হইয়া উঠিত ও মাটিতে গড়াগড়ি দিত। এই পোকাগুলি জলকে বড় ভয় করে, গায়ে জল লাগিলেই সরিয়া যায়। কুকুর তাহা জানিত। একদিন লোকে দেখিল, কুকুর খানিকটা তুলা মুখে করিয়া নদীর দিকে দৌড়িয়া যাইতেছে। ঐ নদীর ধারে গিয়া জলে নামিতে লাগিল; জলে নামিতে-নামিতে শরীর যখন ডুবিয়া গেল, তখন পিশু পোকাগুলি তার শরীর হইতে মুখের তুলাতে গিয়া উঠিল। তখন কুকুর সেই তুলা স্রোতে ছাড়িয়া দিয়া তীরে উঠিয়া পড়িল। দেখ দেখি কেমন বুদ্ধি!

হরিণের বুদ্ধির কথা শুনিবে? এক জায়গায় এক

প্রকার কাঁটালতায় কুলের মতো ফল হইত। কিন্তু লতার খুব উঁচু দিকে ফল ধরায় হরিণেরা তাহা ধরিতে পারিত না। সেজন্য তাহারা লতার নিচে গিয়া লাফ দিত। লাফ দিতে-দিতে কাঁটালতায় শিং জড়াইয়া গেলে তাহারা নাড়া দিত। এই প্রকারে অনেক ফল মাটিতে পড়িলে হরিণেরা একটি-একটি করিয়া খাইত।

আর একটা গল্প শুন। একজন ইংরাজ একটি নূতন টাট্টু ঘোড়া কিনিয়া কামারের দোকানে লইয়া গিয়া তাহার পায়ে নাল বাঁধাইয়া দেন। কামারের দোকান সেই ইংরাজের বাড়ী হইতে অনেক দূরে। একদিন কামার দেখিল, ঘোড়াটি তাহার দোকানের নিকট উপস্থিত। সঙ্গে লোকজন কেহ নাই। সে প্রথমে মনে করিল যে ঘোড়াটা বোধ হয় আস্তাবল হইতে পলাইয়া আসিয়াছে, এই জন্য দুই-তিন বার ঢিল ছুঁড়িয়া ঘোড়াটাকে তাড়াইয়া দিল। কিন্তু ঘোড়াটা আবার তাহার নিকট উপস্থিত হইল। তখন সে আবার ঘোড়ার পায়ের দিকে তাকাইয়া দেখিল, একটা পায়ে নাল নাই। তখনই নাল লাগাইয়া দিল। ঘোড়াটা কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া যখন বুঝিল যে কামারের নাল বাঁধানো হইয়া গিয়াছে, তখন সে দুই-তিনবার যে পায়ে নূতন নাল বাঁধানো হইল তাহা মাটিতে ঠুকিয়া দেখিল নাল ঠিক

লাগিয়াছে কিনা। তাহার পর আনন্দসূচক চেঁহে চেঁহে শব্দ করিয়া চলিয়া গেল।

একবার এক ঘোটকীর একটি ছানা হয়। ঘোটকীর একটি চোখ কানা। সুতরাং যে চোখটি কানা সেই দিকে যখন ছানাটি রাখিত তখন দেখিতে না পাইয়া, তাহার গায়ে প্রায়ই পা দিয়া ফেলিত। ইহাতে ছানাটি মরিয়া যায়। ইহার পর যখন আবার ছানা হয়, তখন ঘোটকী আগে চারিদিকে চাহিয়া কোথায় ছানাটি আছে না দেখিয়া একটি পাও নড়িত না।

সচরাচর লোকে মনে করে গাধা বড় বোকা, কিন্তু তা নয়। গাধার বুদ্ধির কথা শোন। একটি ঘোড়া এক ঘেরা জায়গায় থাকিত, তাহার দরজাটি ভিতর ও বাহির উভয় দিকেই বন্ধ থাকিত। কিন্তু ঘোড়াটিকে রোজ বাহিরে দেখা যাইত। প্রথমে কেহই ইহার কারণ স্থির করিতে পারে নাই। পরে দেখা গেল যে, ঘোড়াটা প্রথমে ভিতরের হুড়কা ঠেলিয়া খুলিয়া ফেলে এবং চেঁহে চেঁহে শব্দ করিতে থাকে। আর বাহিরের উঠানে একটি গাধা চরিত, সে ঘোড়ার ডাক শুনিয়াই নিজের নাক দিয়া বাইরের ছিটকানি খুলিয়া দেয়। এইরূপে দুই বন্ধুতে একত্রে চরিতে থাকে।

তোমরা বোধ হয় জান, বাঘ বড় ভীরু জন্তু। এই ত এত বড় বিক্রমশালী জানোয়ার, যার ডাক শুনিলে গা কাঁপে, লাল চক্ষু দেখিলে ভয় হয়; যে মনে করিলে একটা মানুষকে মুখে করিয়া লইয়া পলাইতে পারে, তার কিন্তু ভয় এত বেশি যে, হঠাৎ নূতন রকম কিছু একটা দেখিলেই ভয়ে কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তোমরা অবশ্য আলিপুরের পশুশালায় অনেকবার গিয়াছ, সেখানে বাঘের ঘরে দুইটা ঘর দেখিয়াছ, একটি ছোট একটি বড়। বড় ঘরটাতে বাঘ সকাল-বিকাল ঘুরিয়া বেড়ায়, ছোট ঘরটাতে বাঘ দুপুর বেলা বিশ্রাম করে। বাঘের বিশ্রাম দরকার না? যখন বাঘ ছোট ঘরে বিশ্রাম করে, তখন মেথরেরা বড় ঘর পরিষ্কার করিয়া দেয়। এ জন্য বাঘ যদি ছোট ঘরে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিতে না চায়, তবে তাড়া দিয়া ঢুকাইতে হয়। কখনও-কখনও এই কাজে মহা মুশকিল উপস্থিত হয়। এক-একটি নূতন বেয়াড়া ধরনের বাঘ আসে যারা সভ্য-জগতের নিয়ম কিছুই জানে না, আলিপুর পশুশালার মতো

'রসো, বাঘের মুখ আমি পোড়াব।'

ভদ্র স্থানে কিরূপে থাকিতে হয় কিছুই বোঝে না, ভদ্র সমাজে থাকিতে গেলে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত তা অনুভব করিতেই পারে না।

এই বাঘেরা বড় অসভ্য। মেয়েরা সম্মুখে আসিলে হাঁউ করিয়া উঠে, ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে দেখিলে জিভ শানায়। ঘরের বেশি কাছে লোক দাঁড়াইলে চিৎকার করিয়া রেলিঙের গায়ে থাবা মারে! বুঝিতেই পার যে কিরূপ অসভ্য! তাহার উপর আবার বড় অপরিষ্কার থাকে, মনে করে আমাদের ঘরে মেথর কেন আসিবে। কোনো মতেই ঘর ছাড়িয়া ছোট ঘরে আসিতে চায় না, বাগানের চাকরেরা বলে, 'যা' বেটা, ঘরে যা,' কিছুতেই যায় না। তারা হাততালি দেয়, ঢিল ঢেলা মারে, তবু যায় না। শেষে একটি লোহার শিক আনে, তা দিয়ে মারে, বাঘ গর্জন করে, শিকটাকে কামড়ায়, তবু ছোট ঘরে ঢোকে না। শেষে তারা তুবড়ি বাজী আনে, তুবড়িতে আগুন দিয়া তার মুখটি যেই রেলের ভিতর ধরে, আর ফুরফুর করিয়া আগুনের ফিনকিগুলো ঘরের ভিতর যাইতে থাকে, অমনি বাঘ ভায়া চোখে কানে দেখিতে পান না। ভয়ে দেয়াল বাহিয়া উঠিবেন, কি উড়িয়া পালাইবেন, কি রেল দিয়া গলিয়া বাহির হইবেন, তা বুদ্ধিতে আসে না, শেষে

বিড়ালটির মতো ছোট ঘরটিতে ঢুকিয়া যান। অত বিক্রম এক তুবড়ির ভয়ে উড়িয়া যায়। বাঘ আগুনকে বড় ভয় করে।

আমরা একবার বাঘের ভয়ের একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে বিশ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব দিকে এক মহাবন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে সুন্দরবন বলে। লোকে বলে এ সকল স্থানে এক সময় মানুষের বাস ছিল, কিন্তু কয়েক শতাব্দী পূর্বে মগদের ও পর্তুগিজদের উপদ্রবে লোকে উঠিয়া পলাইয়াছে। তারপর দেশটা জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, বার-বার ঝড়ে সমুদ্রের তরঙ্গ উঠিয়া এই সকল স্থানের মানুষ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, যারা অবশিষ্ট ছিল, তারা পলাইয়াছে। যে কারণেই হউক, সুন্দরবন বহু কাল হইতে জঙ্গলময় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ইংরাজের রাজ্য হওয়ার পর হইতে জঙ্গল আবাদ করিয়া লোকে আবার ঐ সকল স্থানে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে-ক্রমে সেখানে অনেক গ্রাম নগর হইয়াছে।

তখন সুন্দরবনের মধ্যবর্তী গ্রাম সকলে এই নিয়ম ছিল যে, এক-এক বংশের লোক এক-এক পাড়াতে বাস করিত। তাদের সমুদয় বাস্তুবাড়ী ঘিরিয়া বাহিরে একটি প্রাচীর দেওয়া হইত; সদর দরজা একটি থাকিত। খিড়কীর দ্বার

ভিন্ন-ভিন্ন পরিবারের ভিন্ন-ভিন্ন হইত। শীতকালে বেলা চারটা বাজিতে না বাজিতে সদর দরজা ও খিড়কীর দরজা বন্ধ করিতে হইত। কারণ শীতকালেই বাঘের ভয়টা বেশি হইত। একবার এইরূপে একটা গ্রামে গৃহস্থের বাড়ীতে কেমন করিয়া একটি বাঘ ঢুকিয়াছিল। বাঘ ঢুকিয়া দুই পরিবারের দুই বাড়ীর মধ্যে স্থানের গলিতে আস্তাকুঁড়ের কাছে বসিয়া আছে, কেহ দেখিতে পায় নাই। একজন বেলাবেলি আহার করিয়া আঁচাইতে যাইতেছেন, তিনি দেখিলেন সম্মুখে বাঘ। বুঝিতেই পার ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াইল। আঁচানো তো মাথায় রহিল, তিনি বাঘ-বাঘ করিয়া চিৎকার করিয়া সকৃড়ি হাতেই ঘরে গিয়া দরজা দিলেন। পাশের বাড়ীর উঠানে সে বাড়ীর একজন লোক বেড়াইতেছিলেন, তিনি এই গোলমাল শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'দিনের বেলায় বাড়ীর ভিতরে বাঘ ঢোকে এ ত বড় মন্দ কথা নয়, দেখি কি রকম বাঘ?' এই বলিয়া সেই গলির মধ্যে যেমন উঁকি মারিলেন, অমনি বাঘের সহিত চোখোচোখি, বাঘ তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। তখন সেই লোকটি চিৎকার করিয়া তাঁর পিতাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বাবা, সত্যি বাঘ, বাঘ আমাকে নিলে।' তার বাবা বলিলেন, 'খবর্দার, যেমন আছিস তেমনি থাক, পিছন

ফিরিস না।' এ কথাটার অর্থ কি তা বুঝিতে পারিলে? আমাদের দেশের লোকের সংস্কার আছে, বাঘ চোখাচোখি করিয়া থাকিলে ধরে না, পিছন না ফিরিলে ধরিতে পারে না। এটা সত্য কি না জানি না, গল্পটা যেমন শুনিয়াছি তাই বলিতেছি। যা হোক, সে মানুষটি পিছন ফিরিলেন না। এদিকে এ বাড়ীর লোক যে যেমন অবস্থায় ছিল, যে হাতের কাছে যা কিছু পাইল, তাহা লইয়াই মার-মার করিয়া দৌড়িয়া গেল।

কেহ দ্বার দিতেছিল, দ্বারের তাড়াটা লইয়াই ছুটিল, কেহ ঝাঁট দিতেছিল, সে ঝাঁটাগাছটা লইয়া দৌড়িল, এইরূপ। কিন্তু তাহাতে বাঘ ভয় পায় নাই। ঐ যে লোকটি বাঘের মুখে পড়িয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রী তখন রন্ধন করিতেছিলেন। তিনি আপনার পতির বিপদ দেখিয়া একখানি জ্বলন্ত কাঠ উনান হইতে বাহির করিয়া লইয়া বাঘের দিকে ছুটিলেন। বলিলেন, 'রসো, বাঘের মুখ আমি পোড়াব।' তিনি যখন জ্বলন্ত কাঠ লইয়া আসিলেন, কাঠখানি দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে—তখন সেই জ্বলন্ত আগুন দেখিয়া বাঘ-ভায়ার বড় ভয় হইল। তিনি লেজ তুলিয়া দৌড় দিলেন। লোক মার-মার করিয়া পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ছুটিল। বাঘ আগুনকে এমনি ভয় করে।

যাহাদিগকে কোনো কারণে সুন্দরবনের মধ্যে রাত্রে থাকিতে হয়, তাহারা চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া থাকে তাহা হইলে আর বাঘ আসিতে পারে না।

ভয়ে দুর্দান্ত বাঘকে কেমন কাবু করে, তার একটি গল্প বলিতেছি শুন।

কলিকাতার পূর্বদিকে টাকী নামে একটি নগর আছে, বোধ হয় অনেকে জান। তখন ঐ টাকী শহরে খ্রীস্টান মিশনারী সাহেবদের একটি আড্ডা ছিল। তাঁহারা মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে গিয়া সেখানে ধর্মপ্রচার করিতেন; এবং কেহ-কেহ সেখানে সর্বদা থাকিতেন। একবার আশ্বিন কার্তিক মাসে ঐ নগরের নিকট বাঘের ভয় হইল। রোজ বাঘের উপদ্রবের একটা না একটা সংবাদ পাওয়া যায়। আজ অমুকের বাছুর লইয়া গেল, পরদিন অমুকের ভেড়া মারিল, তার পরদিন একজন চাষাকে লইয়া গেল। এইরূপ জনরবে নগরের ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম সকলের লোক অস্থির হইয়া উঠিল। শিকারিগণ বন্দুক হাতে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাঘ কোথায় থাকে, কেহ বলিতে পারে না। বাঘ সমস্ত দিন কোনো জঙ্গলে লুকাইয়া থাকে, রাত্রি হইলেই বাহির হয়। এইরূপে কিছুদিন যাইতেছে, এমন সময় কয়েকদিন ঝড় ও বৃষ্টি

হইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে-সঙ্গে সমুদ্রের তরঙ্গ উঠিয়া ভয়ানক বন্যা আসিল। মিশনারি সাহেবদের বাঙ্গলো ঘরখানা একটু উঁচু জায়গার উপরে ছিল। বন্যা আসিলে চারিদিকের গ্রামের লোকেরা আসিয়া সেই বাঙ্গলো ঘরে আশ্রয় লইল। ঘর লোকে পরিপূর্ণ, বাহিরে ভয়ানক ঝড়, বন্দুকের গুলির মতো বৃষ্টি ধারা গায়ে লাগিতেছে। মিনিটে-মিনিটে বন্যার জল বাড়িয়া যাইতেছে। এমন সময় দেখা গেল একটা বাঘ সাঁতার দিয়া সেই উঁচু ভূমি ও বাঙ্গলো ঘরের দিকে আসিতেছে। আশ্চর্য এই—এই বাঘ সাঁতার দিয়া ঐ জমিতে উঠিয়া পোষা বিড়ালটির মতো সেই মানুষের ভিড়ের ভিতর দিয়া ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বাঘ দেখিয়া ঘরের ভিতরের মানুষরা হাঁউ মাউ কাঁউ করিতে লাগিল। বাঘ সেদিকে ফিরিয়া চাহিল না। কানও দিল না। সোজা এক কোণে গিয়া বিড়ালটির মতো শয়ন করিল। ইংরাজ মিশনারিরা খবর পাইয়া বন্দুক লইয়া আসিয়া তার কানে বন্দুক লাগাইয়া গুলি করিয়া মারিলেন। দেখ, ভয়ে বাঘ কেমন আপনার প্রকৃতি ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন যে সার্কাস খেলার ক্যাম্পে লোকে বাঘ লইয়া খেলা করে, বাঘের কান মলিয়া দেয়, লেজ ধরিয়া টানে, তবু কামড়ায় না, তার

অনেকটা ভয়ে। কামড়াইতে গেলেই মারিবে, এই ভয়ে সাহস করে না।

অদ্ভুত ঘটনা

ইয়ুরোপের সুইজারল্যাণ্ড দেশে আলপস্ নামে এক পর্বত আছে, তোমরা ভূগোলে তাহার বিবরণ নিশ্চয়ই পড়িয়াছ। দেশ-বিদেশ হইতে অনেক লোক, অনেক সময়ে ঐ আলপস্ পর্বতে উঠিবার জন্য আসে। একবার তিনজন পথিক ঐ আলপস্ পর্বতে উঠিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। একটু উঠিতে না উঠিতে তাঁহারা দেখিলেন যে, তুহিন জমিয়া চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহারা তাহাতেও থামিলেন না। অতি কষ্টে পাহাড়ের পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিতে লাগিলেন। এক-একবার পা পিছলাইয়া যাইতে লাগিল। বোধ হইল পাহাড়ের নীচে পাথরের উপরে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যাইবেন। আবার সামলাইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া উঠিতে লাগিলেন। এইরূপ করিয়া ক্রমে পাহাড়ের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সে-স্থানটি বেশ সমতল ক্ষেত্রের ন্যায়। তাহার উপর দাঁড়াইলে চারিদিকের অনেক দূর পর্যন্ত জমি দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ আকাশের অবস্থা

…শূন্যের উপর তিনজন লোক দণ্ডায়মান আছে।

ফিরিয়া গেল। এই সকল পর্বতের শৃঙ্গে এইরূপ হঠাৎ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। আকাশের পরিবর্তন দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, যেন কিছু দূরে শূন্যের উপর তিন জন লোক দণ্ডায়মান আছে। দেখিয়া তাঁহাদের মনে অতিশয় শঙ্কার উদয় হইল। কিন্তু পরক্ষণে একটু মনোযোগ করিয়া দেখাতে বুঝিতে পারিলেন, ঐ তিন জন মানুষ আর কিছুই নহে—আকাশের বায়ুমণ্ডলে তাঁহাদের ছায়া মাত্র। যেমন তোমরা লণ্ঠনের মধ্যে বাতি রাখিয়া পড়িবার সময় অনেক সময় দেখিয়া থাকিবে, যেন মধ্যে এক বাতি, চারিদিকে আরও চারিটি বাতি জ্বলিতেছে, এও সেই প্রকার।

ঈগলের সহিত যুদ্ধ

বহু বৎসর পূর্বে আমেরিকা দেশে একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল; তাহার বিবরণ তোমাদিগকে বলিতেছি।

একটি ছয় সাত বছরের বালিকা পথ দিয়া যাইতে-যাইতে দেখিতে পাইল, পথের পাশে একটি পুকুরের জলে অনেক ছোট-ছোট মাছ উলট-পালট খাইয়া খেলা করিতেছে। মাছের খেলা দেখিতে দেখিতে তার বড়ই ভাল লাগিল। তাই সে দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। এমনি নিমগ্ন হইয়া দেখিতেছে যে তাহাকে যে যাইতে হইবে, তাহা যেন তাহার আর মনে নাই। এমন সময়ে সে হঠাৎ পশ্চাদ্দিকে পাখীর ডানার মতো ঝটপট শব্দ শুনিতে পাইল। শুনিবামাত্র চমকিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে, এক প্রকাণ্ড ঈগল ছোঁ দিয়া তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

তোমরা একথা সকলেই জান যে, ঈগল পাখীর দেহ প্রকাণ্ড ও ইহারা অতিশয় বলবান। আমাদের পুরাণে গরুড়ের বর্ণনা আছে, ইহারা যেন সেই গরুড়ের জাতি।

…বালিকাটিকে আপনার কোলের মধ্যে লইল…

ইহাদের ঠোঁট ও পায়ের নখ এমনি ধারালো যে, ছুরি কাঁচি তাহার কাছে লাগে না। যাকে মারে তাকে যেন একেবারে গাঁথিয়া ফেলে। ঈগল পাখী পাহাড়ে বা বড়-বড় গাছের মাথায় এমন জায়গায় বাসা বাঁধে যে সেখানে মানুষ যাইতে পারে না। ইহারা মাঝে-মাঝে ছোঁ মারিয়া ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি ছোট-ছোট জন্তু এবং কখনও-কখনও মানুষের শিশুও লইয়া যায়। লইয়া গিয়া পাহাড়ের উপর বাসায় বসিয়া নিজেরা খায় ও শাবকদিগকে খাওয়ায়। সেদিন বোধ হয় ঐ ছোট মেয়েটিকে ছোঁ দিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। যাহা হউক, মেয়েটি ঈগলকে দেখিয়াই ভয়ে চিৎকার করিয়া দৌড়িয়া পালাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ঈগলের ছোঁ হইতে পালানো বড় সহজ নয়। ঈগল তাহাকে তাড়া করিল এবং নখ ও ঠোঁটের আঘাতে তাহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল। বালিকাটি নিরুপায় হইয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং হাত দিয়া ঈগলকে তাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দন শুনিয়া উনিশ বৎসরের আর একটি বালিকা দৌড়িয়া সেখানে আসিল। সে তখন কিছু দূরে রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। দূর হইতে দেখিতে পাইল যে একটি ছোট বালিকাকে ঈগল ধরিয়াছে। অমনি সে দৌড়িয়া আসিয়া বালিকাটিকে

আপনার কোলের মধ্যে লইল নিজে দুই হাতে ঈগলকে তাড়াইতে লাগিল।

ঈগল যখন দেখিল তাহার মুখের আহার কাড়িয়া লইল তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া সেই বড় বালিকাটিকে আক্রমণ করিল। ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। ঈগল এক-একবার ঘাড়ের লোম ফুলাইয়া হাঁ করিয়া তাহার উপর আসিয়া পড়ে এবং তাহার গালে মাথায় ও স্কন্ধে নখ ফুটাইয়া তাহাকে ক্ষত-বিক্ষত করে, আর সে হাত দিয়া ঈগলকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। এই সংগ্রামে বালিকার মুখে হাতে ও স্কন্ধে দর-দর ধারে রক্ত গড়াইতে লাগিল ও পৃষ্ঠের বস্ত্র খণ্ড-খণ্ড হইয়া গেল। সে আর পারে না। অবশেষে ঈগলের নখের আঘাতে তাহার মাথার টুপি খুলিয়া গেল, অমনি বালিকার মনে পড়িল যে তাহার চুলে কাঁটা আছে। সেই কাঁটা লইয়া সে ঈগলকে শাস্তি দিবার জন্য দাঁড়াইল। সেবারে ঈগল যেমন আসিল, অমনি বামহস্ত দিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া মাথার খুলিতে সজোরে সেই কাঁটা বিঁধিয়া দিল। তখন ঈগল কাবু হইয়া পড়িল অল্পক্ষণ পরেই মরিয়া গেল। বালিকাটিও অচৈতন্য হইয়া পড়িল। লোকে আসিয়া দেখে ঈগলের মৃত দেহের উপর বড় বালিকাটি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে এবং ছোট মেয়েটি নিকটে দাঁড়াইয়া

কাঁদিতেছে। পরের প্রাণ রাখার জন্য নিজের প্রাণ দিতে যাওয়া, ইহা কি সামান্য সাধুতার কর্ম।

শাদা মন ও কালো মন

মন কি কখনও শাদা কি কালো হয়? মন না শাদা না কালো, না লম্বা না চওড়া, অথচ আমরা কথায় কথায় বলিয়া থাকি অমুক লোকটার মনটা বড় শাদা। যার মনে কোনো কপটতা নাই, হিংসা বিদ্বেষ নাই, তার মনটা শাদা মন হইতে পারে; তবে কালো মন কেন হইবে না? একটি শাদা আর একটি কালো মনের গল্প বলি।

কলিকাতার এক বাড়ীতে দুইটি পরিবার একত্র বাস করিতেন একজনেরা ঘোষ আর একজনেরা মিত্র। ঘোষেদের দুইটি মেয়ে, একটি ছেলে; বিমলা, চপলা ও যতীন। মিত্রদের এক মেয়ে ও দুই ছেলে: সরলা, সুরেশ ও যোগেশ। ঘোষেদের ছেলেমেয়েগুলি শ্যামবর্ণ, বরং বড় মেয়েটিকে কালো বলা যায়, কিন্তু মিত্রদের সন্তানগুলি ফুট ফুটে গৌরবর্ণ। ঘোষেদের কর্তা প্রকাশবাবু কিছু অধিক বেতনের কর্ম করেন, পৈত্রিক সম্পত্তিও কিছু আছে, সুতরাং তাঁহার টাকাকড়ির বড় অনটন নাই। মিত্র পরিবারকে কিছু টানাটানি করিয়া সংসার চালাইতে হয়।

এইরূপে দুই পরিবার একত্রে বাস করেন। এক বাড়ী কিন্তু খাওয়া দাওয়া স্বতন্ত্র। বড় মেয়ে দুইটির বয়স প্রায় একই এবং তাহারা দু'জনে স্কুলেই পড়ে।

একবার প্রকাশবাবু পশ্চিমে গিয়াছিলেন, তিনি ফিরিবার সময় নিজের সন্তানদের জন্য ঘর সাজাবার মতো নানারকম শ্বেত পাথরের জিনিস এনেছিলেন। কেবল নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য জিনিস আনা ভাল দেখায় না, এজন্য বন্ধুর ছেলেমেয়েদের জন্যও কিছু কিছু জিনিস এনেছিলেন। সন্ধ্যার পর বন্ধুর ছেলেমেয়েদিগকে ডাকিয়া তিনি জিনিসগুলি উপহার দিলেন। বিমলা দেখিল যে, সে জিনিসগুলি তাদের মত উৎকৃষ্ট নয়; সেজন্য তার মনে একটু সঙ্কোচ হইতে লাগিল, কিন্তু তখন কিছু বলিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে সে পিতৃদত্ত কতকগুলি ভাল ভাল জিনিস আঁচলে লুকাইয়া সরলার ঘরে গেল। গিয়া দেখিল, সরলা একখানা বড় আয়নাতে আপনার মুখ দেখিতেছে। দেখিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, 'সরলা, ভাই, আমি তোমার আলমারি সাজাতে এসেছি। বাবা যে জিনিসগুলি দিয়েছেন দাও দেখি, তাছাড়া আমিও কতকগুলি জিনিস এনেছি; তুমি তো জান, ভাই, আমার অনেক আছে, আমার আর দরকার নাই, গোটা কত জিনিস বড় ভাল বোধ হল, তাই

তোমাকে দিতে এসেছি। আমি নিজে তোমার আলমারি সাজিয়ে দিব।' সরলা বিরক্ত ভাবে নাক শিঁকের উপর তুলিয়া বলিল, 'না ভাই, আমার ভাল জিনিসে কাজ নাই, আমরা গরীব মানুষ, আমাদের যা আছে তাই ভাল, তুমি যা এনেছ তা ত নেবই না, বরং তোমার বাবা যা দিয়েছেন তাও নিয়ে যাও।' এই বলিয়া তাড়াতাড়ি জিনিসগুলি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিল।

বিমলা—ছি ভাই, তা কি করতে আছে, বাবা কি মনে করবেন, মেসোমশাই ও মাসীমা শুনিলে রাগ করিবেন। কেন সরলা, তুমি এমন কর, আমরা তোমাকে ভালবাসি।

এই বলিয়া সরলার গলা জড়াইতে গেল। সরলা অমনি হাতখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'নেও, নেও, তোমার আদর রেখে দেও।'

বিমলা কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে নিজে যে জিনিসগুলি আনিয়াছিল সেগুলি লইয়া বিষণ্ণমুখে চলিয়া গেল। তাহার পিতা সরলাকে যে জিনিসগুলি দিয়াছিলেন, তাহা মাটিতে পড়িয়া রহিল।

পরদিন প্রভাতে সরলার এক জেঠতুতো ভাই বেড়াইতে আসিল, সরলা তার সঙ্গে গল্প করিতে এমনি মত্ত হইল যে, পড়াশোনা কোথায় রহিল তার ঠিকানা নাই। এমন কি

…মা…তাহাকে অনেক তিরস্কার করিলেন ; মায়ে-ঝিয়ে অনেক ঝগড়া হইয়া গেল।

তাহার ছোট ভাইয়ের পীড়া মা তাহাকে ঔষধ খাওয়াতে বলিয়াছিলেন তাহাও মনে নাই। সেদিন তাঁদের ঝি আসে নাই, তার মাকে বাসন মাজিতে, কুটনা, বাটনা করিতে ও ঘরের সকল কাজ করিতে হইতেছে। তিনি কাজ করিতে করিতে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সরলা ঔষধটা খাওয়ালি!' সে গল্প করিতে করিতে বিরক্তভাবে বলিল, 'আমি পারব না তুমি এসে খাওয়াও।' তার মা ঔষধ খাওয়াইতে আসিয়া তাহাকে অনেক তিরস্কার করিলেন। মায়ে ঝিয়ে খুব ঝগড়া হইয়া গেল।

সেদিন সরলা স্কুলে পাঠ বলিতে পারিল না। শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, 'তোমাকে সমুদয় সময় ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।' সরলা বলিল, 'আমার ছোটভাইয়ের ব্যারাম, তাতে আমাদের ঝি আসে নাই। ঘরের কাজ করতে হয়েছে, পড়া করিতে পারি নাই।' শিক্ষয়িত্রী তাকে বেশ চিনিতেন, তার মনে হইল ভাইয়ের পীড়ার কথা ছল মাত্র। তিনি বলিলেন, 'তা আমি শুনব না, তোমাকে দাঁড়াতে হবে।' তখন সরলা বলিল, 'ও ক্লাস থেকে বিমলাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন আমার ভাইয়ের ব্যায়রাম সত্যি কিনা'। শিক্ষয়িত্রী বিমলাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বিমলা আসিয়া বলিল, 'ওর ভাইয়ের

ব্যায়রাম বটে, সে সমস্ত রাত্রি চিৎকার করেছে, তার উপর আবার ওদের ঝি আসে নাই, ওদের সময়ে খাওয়া-দাওয়া ভার হয়েছে।' শুনিয়া শিক্ষয়িত্রী সরলাকে সে যাত্রা নিষ্কৃতি দিলেন।

ক্রমে স্কুলের প্রাইজের সময় উপস্থিত। সরলার কিরূপ প্রাইজ পাইবার কথা তাহা ত বুঝিতেই পারিতেছ। তাহার পরীক্ষা এমনি খারাপ হইয়া গেল যে ক্লাসে উঠিতে পারে কি না সন্দেহ। বিমলা কিন্তু প্রথম প্রাইজ পাইল! সরলা সেদিন স্কুলে গেল না, পিতামাতার কাছে গালি খাইয়া মুখটি বিরক্ত করিয়া সমস্ত দিন কাটাইল। ভয়ানক খেঁকি, যে কথা কহিতে যায়, তাহাকে যেন খাইতে আসে। বিমলা বৈকালে প্রাইজ বইগুলি লইয়া ঘরে আসিল। অপরাপর বইয়ের সঙ্গে সুন্দর ছবিযুক্ত একখানি গল্পের বই ছিল। বাড়ীর লোকের দেখা হইয়া গেলে সে দৌড়িয়া সেই সকল বই লইয়া সরলার কাছে গেল। 'দেখ ভাই আমি কেমন বই পেয়েছি। এ বই আমরা দুজনে পড়িব। বাবা বলেছেন এ বেশ বই, আমরা পড়লে বুঝতে পারি।' বলিয়া গল্পের বইখানি খুলিয়া সরলাকে ছবি দেখাইতে গেল। সরলা বামহস্তে বই ঠেলিয়া ফেলিয়া বলিল, 'তোমার বই তোমার থাক্, অমন ঢের বই দেখেছি।'

বিমলা কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বইখানি বন্ধ করিল ও বিষণ্ণমুখে চলিয়া গেল।

পরদিন সরলা বিমলাকে বলিল, 'কালকে মনটা ভাল ছিল না, তাই তোমার বইটা ফিরাইয়া দিয়াছি, দেও দেখি আজ বইখানা একবার দেখি।'

বিমলা সরলার প্রসন্ন ভাব দেখিয়া যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইল। অমনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, বইগুলি আনিয়া দিল। বইগুলি দেখা সরলার অভিপ্রায় নয়, সে সেই ভাল ছবির বইখানি লইয়া, তাহার মধ্য হইতে উৎকৃষ্ট একখানি ছবি সমেত কতকগুলি পাতা ছিঁড়িয়া লইল। বইখানি একেবারে অকর্মণ্য হইয়া গেল। সেই দিন বিমলার ছোট বোন ঐ বই-এর পাতা উল্টাইতে-উল্টাইতে পাতা নাই দেখিয়া বলিল, 'ও দিদি, যাঃ বইখানার কয়টা পাতা নাই।' বিমলার যেন মনে হইতে লাগিল, সেখানে ঐ পাতা কয়টা ও একখানা ছবি ছিল, কিন্তু সাহস করিয়া আপনার স্মৃতিশক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কেহ যে হিংসা করিয়া বইয়ের পাতা ছিঁড়িতে পারে এ কথা তাহার মনেই যোগাইল না। সে ভাবিল, তবে বুঝি আমার দেখিবার ভুল হইয়াছে। সে বলিল 'তবে আর কি হবে, এক একখানা বই ওরূপ হয়ে যায়।' বইটির

ক্ষতি হইল বিমলা আর সে কথা মনে রাখিল না। সেদিন রাত্রে সে প্রসন্নমনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া ও তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া সুখের শয্যায় শয়ন করিল। কিন্তু হিংসায় ও নিজ পাপের চিন্তায় সরলার ঘুম নাই। যতই বিমলার কথা ভাবে তার মনটা যেন গরগর করে। তার আর কি ক্ষতি করিবে এই চিন্তায় তার ঘুম হয় না। সরলার মনে কোন ভাল চিন্তা নাই। এমন মনে কি ঈশ্বর চিন্তা আসে? সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া শয়ন করিতে পারিল না।

কিছুদিন পরে সরলার মা পীড়িত হইলেন। সে সময়ে তিনি প্রায় একমাস কাল শয্যাতে পড়িয়াছিলেন। সে সময় সরলারা কয় ভাই বোন বিমলাদের ঘরে খাইত। বিমলা সরলার ছোট ভাইটিকে নাওয়াইয়া নিজে সঙ্গে করিয়া খাইত। স্কুল হইতে আসিয়াই মাসীমার কাছে গিয়া বসিত, বাতাস করিত, মাথা টিপিয়া দিত মাসীমার ঘর গুছাইত। আর সরলাসুন্দরী স্কুল হইতে আসিয়া নিজের অঙ্গরাগে নিযুক্ত হইতেন। মুখে সাবান ঘষিতে চুল বাঁধিতে ও আয়নায় মুখ দেখিতে সমুদয় সময় কাটিয়া যাইত। তাহার মা বিমলাকে বলিতেন, 'ভাগ্যে তুমি ছিলে তাই আমি একটু জল পাচ্ছি। আমার

মেয়েটির দ্বারা কোনো কাজ হয় না।'

ইতিমধ্যে বিমলার আর একটি ভাই হইল। সে যখন আট মাসের ছেলে তখন একদিন বারাণ্ডায় হামা দিয়া বেড়াইতেছে ও আপনার মনে খেলা করিতেছে। সরলা বারাণ্ডায় এক ধারে আপন মনে দাঁড়াইয়া আছে। সে দেখিতে পাইল, বিমলাদের খোকার হাতে একটি পয়সা রহিয়াছে এবং সে সেই পয়সাটা মধ্যে-মধ্যে মুখে দিবার চেষ্টা করিতেছে। মনে করিলেই সে ছেলের হাত হইতে পয়সাটি কাড়িয়া লইতে পারিত অন্ততঃ চাকরাণী ডাকিয়া বলিতে পারিত 'ওরে ঝি! খোকার হাত থেকে পয়সাটা নে, এখনি গালে দিবে।' কিন্তু তাহার কিছুই করিল না। খোকা পয়সাটি গালে দিল। অল্পক্ষণ পরেই পয়সাটি গলায় বাধিয়া একেবারে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া ছেলে যায় আর কি! বাড়ীতে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। বিমলার মা রন্ধনশালাতে ছিলেন। দৌড়িয়া আসিয়া ছেলের ঘাড় নীচু করিয়া গলায় আঙ্গুল দিয়া অতি কষ্টে পয়সাটি বাহির করিলেন। সরলা আর সে দেশে নাই। ছেলেটি খাবি খাইতে আরম্ভ করিল দেখিয়া সে চলিয়া গিয়াছে ও নিজের ঘরে গিয়া বড় আয়নাতে মুখ দেখিতেছে। বিপদ কাটিয়া গেলে যখন

সকলে জানিল যে সরলা সেখানে ছিল, তখন সরলার পিতা মাতা তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'তুই ওখানে ছিলি অথচ পয়সাটি কেড়ে নিলি না?' সরলা বলিল, 'ওদের ছেলে দেখা আমার কাজ না কি? যাদের ছেলে তারা দেখে না কেন?'

একবার স্কুলে সেলাইয়ের পরীক্ষা উপস্থিত। মেয়েরা একমাস ধরিয়া ঘরে নানাপ্রকার সেলাই করিতেছে। সরলা এক কৌশল খেলিয়াছে। সে গোপনে তাহার এক মাসীর বাড়ী হইতে ভাল-ভাল সেলাই চাহিয়া আনিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে। মাঝে-মাঝে লোক দেখানো এক একবার একটু সেলাই নিয়ে বসে। ওদিক বিমলা রাত্রিদিন পরিশ্রম করিয়া একখানি সুন্দর আসন প্রস্তুত করিল। সরলা নড়ে চড়ে আর দেখিয়া আসে বিমলার আসন কতদূর হইল। দেখিয়াই বুঝিতে পারিল সে আসন দেখাইলে বিমলা খুব প্রশংসা পাইবে। সেটা তার প্রাণে সহিল না। সেলাই দেখাইবার পূর্বদিন রাত্রে সরলা চুপি চুপি একখানি কাচি লইয়া বিমলার বাক্স হইতে সেলাই বাহির করিয়া খণ্ড-খণ্ড করিয়া কাটিয়া রাখিয়া আসিল। পরদিন প্রাতে বিমলা সেলাই বাহির করিতে গিয়া দেখে তাহার সুন্দর আসনখানি খণ্ড-খণ্ড হইয়া আছে। দেখিয়া

সে কাঁদিতে লাগিল। পিতামাতাকে দেখাইল। সকলেই বলিল ইঁদুরে কাটিয়াছে। সে বলিল—ইঁদুর তো আমার বাক্সে কখনও কিছু কাটে না আর আজও আর কিছু কাটে নাই। যাহা হউক, কেহ যে হিংসা করিয়া ওরূপ কাটিয়া রাখিতে পারে তাহা তাহার মনেই যোগাইল না। সে সরলার কাছে সেই কাটা সেলাই লইয়া বলিল, 'দেখ ভাই ইঁদুর আমার সেলাইয়ের কি দুর্দশা করিয়াছে।' সরলা একেবারে যেন গাছ থেকে পড়ে গেল। 'ওমা তাইত! আহা এত সুন্দর আসনখানির এই দুর্দশা! তা কি করবে ভাই, অবোধ জানোয়ারের উপর তো কারও হাত নাই।'

যাহা হউক, বিমলা কাটা আসনখানি লইয়া স্কুলে গেল। শিক্ষয়িত্রী দেখিয়া অনেক দুঃখ করিলেন, এবং আসনখানি সুন্দর হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে পুরস্কার দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। সরলা যখন বাক্স হইতে আসন সেলাই বাহির করিল, তখন শিক্ষয়িত্রীর তাক্ লাগিয়া গেল। সে যে এমন সেলাই করিতে পারে, তাঁহার সে বিশ্বাস ছিল না। তাঁহার মনে হইল অপর কাহারও সেলাই আনিয়াছে। তিনি সরলাকে বলিলেন, 'তুমি যে এমন সেলাই করিয়াছ তাহা আমার বিশ্বাস হইতেছে না। আচ্ছা

তোমাকে চারি ঘণ্টা সময় দেওয়া যাচ্ছে, তুমি ঐ নমুনা হইতে এইরূপ সেলাইয়ের কতকটা কর।' এই বলিয়া সরলাকে একটি ঘরে বসাইয়া দিলেন। বিমলা তাহার শাস্তি দেখিয়া বারবার বলিতে লাগিল, 'আমি কিন্তু সরলাকে বাড়ীতে সেলাই করতে দেখিয়াছি।' শিক্ষয়িত্রী সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না! সরলাকে কাজ দিয়া রাখিলেন। সরলা সমস্ত দিনে কিছু করিতে পারিল না। শেষে পীড়াপীড়ি করিতে আসল কথাটা বাহির হইয়া পড়িল। স্কুলশুদ্ধ লোক জানিল যে সরলা অন্যের সেলাই আনিয়া নিজের বলিয়া চালাইতে গিয়াছে ও বিমলার সেলাই কাটিয়া দিয়াছে। এই কথাটা বাহির হওয়াতে সরলার ঘরের বাহির হওয়া কঠিন হইল। পিতামাতা আর কোনো মতেই তাহাকে স্কুলে পাঠাইতে পারেন না। সে আর বিমলাদের ঘরের দিকে যায় না। বিমলা বন্ধুত্ব করিতে আসিলে অপমান করে। কাজেই তাহার পিতামাতাকে অন্যত্র উঠিয়া যাইতে হইল।

হাসির কথা

তাঁতীদের একজন চাঁই মশাই আছেন, তাঁর বড় বুদ্ধি। তাঁর এত বুদ্ধি যে পাছে বুদ্ধি বাহির হইয়া যায় এজন্য নাকে কাণে তুলা দিয়া দিনে দুপুরে তার ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া তাহার ভিতরে আবার মশারি খাটাইয়া তাহার মধ্যে বসিয়া থাকেন। লোক যদি কোন বিপদে পড়ে, বুদ্ধির প্রয়োজন হয় তবে ঐ দ্বারের নিকট হইতেই জিজ্ঞাসা করিতে হয়, ঘরের ভিতরে ঢুকিবার হুকুম কাহারও নাই।

একবার একটা শূকর যাইতেছে। দুইজন তাঁতী দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা আগে কখনও শূকর দেখে নাই। শূকরটা দেখিয়া একজন অপরকে বলিল, 'এটা কি ভাই?' অপর জন বলিল 'ওটা বোধ হয় গরীবের ঘরের হাতি, না খেতে পেয়ে শুঁড় ছোট হয়ে ও প্রকার হয়ে গেছে।' অপর ব্যক্তি দলিল, 'না ভাই, আমার বোধ হয় ওটা বড় মানুষের বাড়ীর ছুঁচো, খেয়ে দেয়ে ও প্রকার হয়েছে।' এই কথা লইয়া দু'জনের খুব বিবাদ হইল। একজন বলে, 'ওটা গরীবের বাড়ীর হাতি'। অপরে বলে, 'ওটা বড়মানুষের

শূকরটা দেখিয়া একজন অপরকে বলিল, 'এটা কি ভাই ?'